"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV বৃহস্পতিবার, ১৯ নভেম্বর ২০২৬ | বর্ষ:০১,সংখ্যা :১৭ | noakhalikhabarexpress.com

নুহা হত্যার বিচারের দাবিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন



নোয়াখালী প্রতিনিধি:

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের সাত বছর বয়সী মাদ্রাসাছাত্রী তাইবা ইলহাম নুহা হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত, গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে 'নুহা সংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে নিহত শিশুর স্বজন, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, একটি নিষ্পাপ শিশুকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনায় দীর্ঘ সময় পার হলেও জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করতে না পারায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁরা দ্রুত তদন্ত শেষ করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

মানববন্ধন শেষে হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত, জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর সদর উপজেলার মাহতাপুর এলাকায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে মাদ্রাসায় যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয় নুহা। পরে সন্ধ্যায় একটি ঘরের পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী ইউনিয়নের দক্ষিণ নয়নপুর গ্রামের ইকবাল হোসেনের মেয়ে।

পরবর্তীতে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে নুহাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার বিষয়টি উঠে আসে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক দল কাজ করছে বলে জানিয়েছেন নোয়াখালীর পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন।

শিশু নুহার হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা।



সূবর্ণচরে সাড়ে ৩ কেজি গাঁজাসহ একজন গ্রেপ্তার, পলাতক আরো ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ রুহুল আমিন (৫৯) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আরও তিনজনকে পলাতক আসামি করা হয়েছে। উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ৭০ হাজার টাকা।

পুলিশ ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাতে উপজেলার চরজব্বার ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর বাগ্যা এলাকায় রুহুল আমিনের বসতবাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় তাঁকে আটক করা হয়।

পরে তাঁর বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে একটি তালাবদ্ধ কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে চারটি পুঁটলায় মোড়ানো মোট ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ৭০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় রুহুল আমিনের ছেলে মো. মিরাজ উদ্দিন (৩১), একই গ্রামের সায়দুল হকের ছেলে মো. নাজিম (৪৫) এবং মো. ফারুক (৫৫)-এর সংশ্লিষ্টতার কথা জানিয়েছে পুলিশ। তাঁরা বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। তাঁদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

চরজব্বার থানার অফিসার মো. রফিকুল হাসান জানান, এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তার এবং মাদক উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে এ ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে পুলিশ।



ভাত খেতে গিয়ে পুলিশের পিক-আপ চুরি,কয়েক ঘন্টার মধ্যে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরে দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে বিপাকে পড়েন পুলিশের তিন সদস্য। রাস্তায় টহল দেওয়ার সময় একটি রেস্টুরেন্টের সামনে পিকআপ ভ্যান রেখে খাবার খেতে যান তাঁরা। ফিরে এসে দেখেন, সেখানে পুলিশের গাড়িটি নেই। পরে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে গাড়ি চুরির ঘটনা সামনে আসে।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) দুপুরে নগরের হালিশহর থানার ছোটপুল এলাকায় জেলা পুলিশ লাইনের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, হালিশহর থানার টহল দলের তিন সদস্য একটি পুরোনো সিঙ্গেল ডেকার পিকআপ ভ্যান নিয়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন। একপর্যায়ে তাঁরা জেলা পুলিশ লাইনের সামনের একটি খাবারের দোকান বা ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার খেতে যান। এ সময় পিকআপটি সড়কের পাশে রেখে যান তাঁরা।

খাবার শেষে ফিরে এসে গাড়িটি আর দেখতে পাননি পুলিশ সদস্যরা। পরে আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা যায়, এক ব্যক্তি গাড়িতে উঠে সেটি চালিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করছেন। অন্য একটি প্রতিবেদনে গাড়িটি নকল চাবি দিয়ে চালু করে নিয়ে যাওয়ার তথ্যও প্রকাশিত হয়েছে।

ঘটনার পরপরই চুরি হওয়া গাড়ি উদ্ধারে পুলিশের একাধিক দল অভিযান শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে জড়িত ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালানো হয়।

তবে ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বস্তির খবর আসে। দ্য ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টার দিকে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার ফইন্নীর হাট এলাকা থেকে চুরি হওয়া পিকআপ ভ্যানটি উদ্ধার করে পুলিশ।

দিনদুপুরে পুলিশ সদস্যদের ব্যবহৃত টহল গাড়ি চুরির ঘটনায় নগরজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তবে দ্রুত গাড়িটি উদ্ধার হওয়ায় আপাতত স্বস্তি ফিরেছে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে।



সুবর্ণচরে অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগে দুটি ড্রেজার জব্দ

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার হরণী ইউনিয়নে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে অভিযান চালিয়ে দুটি ড্রেজার মেশিন জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) মেঘনা লেকের পশ্চিম পাশে হরণী ইউনিয়নের টিনের মসজিদ সংলগ্ন আদর্শগ্রাম এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় মসজিদের নাম ব্যবহার করে ধর্মীয় আবরণের আড়ালে একটি প্রভাবশালী চক্র অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে আসছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে সুবর্ণচর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছেনমং রাখাইনের নেতৃত্বে প্রশাসনের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় বালু উত্তোলনে ব্যবহৃত দুটি অবৈধ ড্রেজার মেশিন জব্দ করা হয়।

এলাকায় অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে প্রশাসনের এ অভিযানকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন স্থানীয়রা।

অবৈধ বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল।



পর্যায়ক্রমে সব মাদ্রাসায় চালু হবে মিড-ডে :প্রধানমন্ত্রী

নিউজ ডেস্ক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

দেশের সব মাদ্রাসায় পর্যায়ক্রমে মিড-ডে মিল চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। কর্মসূচির আওতায় ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও দুপুরের খাবারের সুবিধা পাবে পাশাপাশি ইবতেদায়ি শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক, স্কুলব্যাগ ও জুতা সরবরাহে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে এক সংসদ সদস্যে লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব তথ্য জানান।

অধিবেশনে ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সভাপতিত্বে রাজশাহী-আসনের সংসদ সদস্য মো. আব্দুল বারী সরদার এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

লিখিত প্রশ্নে তিনি জানতে চান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক ব্যাগ, জুতা ও মিড-ডে মিলের সুবিধা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও ইবতেদা মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কেন একই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাদের জন্যও এস সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে কি না।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ ও খাদ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মতো ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরও প্রয়োজনীয় সুবিধা দিতে শিক্ষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় 'মাদ্রাসা এডুকেশন এক্সিলে সাপোর্ট প্রোগ্রাম' নামে একটি স্কিম প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, এ স্কিমের আওতায় ২০২৬-২০৩১ অর্থবছরের মধ্যে দেশে সব মাদ্রাসায় পর্যায়ক্রমে মিড-ডে মিল চালু করা হবে। এর মধ্যে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ধাপে ধাপে সব মাদ্রাসার শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আন হবে।

সরকারের এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্ত নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। বিশে করে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি থেকে উপকৃত হওয়া সুযোগ পাবে।

সূত্র: নিউজবিডিসি



৩০ বছরেও গড়ে ওঠেনি বিদ্যালয়, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত চর মাকসুমুলের শিশুরা
দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে যেতে হয় শিশুদের, মেয়েদের শিক্ষাজীবন নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

নোয়াখালী প্রতিনিধি:

একটি শিশুর হাতে থাকার কথা বই-খাতা, চোখে থাকার কথা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চর মাকসুমুল গ্রামের অনেক শিশুর শৈশব কাটছে বিদ্যালয়ের বাইরে। প্রায় তিন দশক ধরে জনবসতি গড়ে উঠলেও এখনো সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এলাকার শিশুরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, গ্রামের কোথাও শিশুরা খোলা মাঠে খেলাধুলা করছে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে বাজারের আশপাশে। অথচ বয়স অনুযায়ী এই সময় তাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে থাকার কথা। কিন্তু নিজ গ্রামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় অনেক শিশুর নিয়মিত পড়াশোনা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার উপকূলীয় মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত চর মাকসুমুল গ্রাম। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩০ বছর আগে এখানে মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। বর্তমানে গ্রামটিতে তিনটি বাজার রয়েছে। এর মধ্যে কামাল বাজার তুলনামূলক বড়। জনবসতি ও বাজার গড়ে উঠলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, স্যানিটেশন এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধার ঘাটতি রয়ে গেছে।

বিদ্যালয় দূরে, ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গ্রামটিতে বসবাসকারী কয়েকজন শিক্ষিত মানুষের শিক্ষাজীবনও ছিল বেশ কষ্টকর। তাঁদের প্রায় ১২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পাশের আক্তার মিয়ার হাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরক্লার্ক উচ্চ বিদ্যালয় কিংবা চরক্লার্ক ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় গিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে।

দীর্ঘ পথ, দুর্বল যোগাযোগব্যবস্থা এবং যাতায়াতের বাড়তি খরচের কারণে অনেক পরিবারের পক্ষে সন্তানদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠানো কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও কৃষিনির্ভর পরিবারগুলোকে এ নিয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

মেয়েদের শিক্ষাজীবন নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা

গ্রামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে মেয়েশিশুদের শিক্ষাকে ঘিরে। দূরবর্তী বিদ্যালয়ে প্রতিদিন যাতায়াতের অসুবিধা, নিরাপত্তা নিয়ে পরিবারের উদ্বেগ এবং সামাজিক বাস্তবতার কারণে অনেক অভিভাবক মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হিমশিম খাচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রাশেদুল হাসান বলেন, প্রায় ৩০ বছর আগে তাঁরা এখানে বসতি গড়ে তুলেছেন। নিজেদের শ্রমে গাছপালা কেটে বসবাসের উপযোগী করেছেন। কিন্তু এত বছরেও এলাকায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সন্তানদের পড়াশোনার জন্য দূরে পাঠাতে হয়। তিনি চান, তাঁদের সন্তানরা নিজ গ্রামেই শিক্ষার সুযোগ পাক।

স্থানীয় বাসিন্দা হোসনা বানু বলেন, ছেলেদের কোনোভাবে দূরের বিদ্যালয়ে পাঠানো গেলেও মেয়েদের নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হয়। প্রতিদিন এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে তাদের বিদ্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয় না। অনেক সময় আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে রেখে পড়াশোনা করাতে হয়। গ্রামে একটি বিদ্যালয় থাকলে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে এত চিন্তা করতে হতো না।

স্থানীয় যুবক আহসান উল্যাহ বলেন, একটি এলাকার উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত শিক্ষা। কিন্তু তাঁদের গ্রামের শিশুরা জন্মের পর থেকেই শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। দূরত্ব ও যোগাযোগ সমস্যার কারণে অনেক পরিবার সন্তানদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছে না।

যোগাযোগব্যবস্থাও বড় বাধা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবের পাশাপাশি গ্রামটির যোগাযোগব্যবস্থা নিয়েও রয়েছে অভিযোগ। স্থানীয় কৃষক আবুল কালাম জানান, কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলেও উৎপাদিত ফসল বাজারে নিতে তাঁদের অনেক কষ্ট হয়। প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ফসল নিয়ে যেতে হয়। ভালো রাস্তা না থাকায় কখনো পায়ে হেঁটে, আবার কখনো বাড়তি টাকা খরচ করে ফসল পরিবহন করতে হয়।

স্থানীয়দের মতে, শিক্ষা ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে চর মাকসুমুল গ্রামের নতুন প্রজন্মের পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে।

প্রশাসনের বক্তব্য

এ বিষয়ে সুবর্ণচর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রতন চন্দ্র মজুমদার জানান, চর মাকসুমুল গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকার বিষয়টি তাঁদের জানা নেই। সেখানে কতজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিযোগ্য শিশু রয়েছে, তারা কোথায় পড়াশোনা করছে এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা কতটুকু—এসব বিষয় যাচাই করা হবে। শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

সুবর্ণচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আকিব ওসমান জানান, চর মাকসুমুল গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যোগাযোগব্যবস্থা ও ভূমিসংক্রান্ত সমস্যাগুলো খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। বিশেষ করে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

বিদ্যালয়ের আশঙ্কায় একটি অনুপ্রেরণ

"সত্যের সন্ধানে অবিচল"

Noakhali Khabar Express

নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

NOAKHALI KHABAR EXPRESS

নোয়াখালী

অনলাইন ই-পেপার | NOV বৃহস্পতিবার,১৯ নভেম্বর ২০২৬ | দ্বিতীয় পৃষ্ঠা | noakhalikhabarexpress.com



১০ মাসেও মিলেনি এনআইডি সেবা, নাগরিক হয়রানি বন্ধে জিরোটলারেন্স চাই :সিইসি

জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য আবেদন করেও ছয় মাস, ১০ মাস, এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত সেবা না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিব্রত হওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে 'জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা কার্যক্রম' শীর্ষক এক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

সিইসি জানান, প্রতিদিন তাঁর কাছে এনআইডি-সংক্রান্ত একাধিক আবেদন আসে। এসব আবেদনে নাগরিকদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা, সেবা না পাওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের ভোগান্তির অভিযোগ উঠে আসে।

তিনি বলেন, এনআইডি সেবায় হয়রানি ও দুর্নীতি বন্ধে নির্বাচন কমিশন জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে চায়। নাগরিকদের যেন অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দাপ্তরিক জটিলতার কারণে ভোগান্তিতে পড়তে না হয়, সে বিষয়ে কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

সিইসি আরও বলেন, আবেদন জমা দেওয়ার পর আবেদনকারীকে দ্রুত বার্তার মাধ্যমে তা জানাতে হবে। কোনো কাগজপত্রের ঘাটতি থাকলে সেটিও স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। প্রয়োজনে আবেদনকারীর জন্য মেমো বা সিরিয়াল নম্বরের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তিনি নিজের আবেদনের অগ্রগতি জানতে পারেন।

তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, দেশের অনেক বয়স্ক ও সাধারণ নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত নন। তাই শুধু অনলাইনে আবেদন বা এনআইডি ডাউনলোডের নির্দেশনা দিলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তাঁদের সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে সেবা সহজ করতে হবে।

এনআইডি সেবায় দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি ও নাগরিক হয়রানি বন্ধ করে দ্রুত এবং সহজে সেবা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।



টেস্ট ক্রিকেটে ইতিহাস গড়লেন লিঠন দাস, এক ইনিংসে ৮ ডিসমিসালের বিশ্বরেকর্ড

ক্রীড়া প্রতিবেদক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

বাংলাদেশ ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন এক গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত করলেন উইকেটকিপার ব্যাটার লিটন দাস। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জোহানেসবার্গে সিরিজের প্রথম টেস্টে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৮টি ডিসমিসাল করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) টেস্টের চতুর্থ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক ব্যাটার রায়ান রিকেলটন ও পেসার কাগিসো রাবাদাকে স্টাম্পিংয়ের মাধ্যমে সাজঘরে ফিরিয়ে এই রেকর্ড গড়েন লিটন। এর আগে ছয়টি ক্যাচ নিয়ে তিনি আগেই বাংলাদেশের হয়ে এক ইনিংসে উইকেটরক্ষকের সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ড গড়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে লিটনের মোট ডিসমিসাল দাঁড়ায় আটটিতে। এর মধ্যে রয়েছে ছয়টি ক্যাচ ও দুটি স্টাম্পিং। টেস্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে কোনো উইকেটকিপারের সর্বোচ্চ ডিসমিসালের আগের রেকর্ড ছিল সাতটি। পাকিস্তানের ওয়াসিম বারি, ইংল্যান্ডের বব টেলর, নিউজিল্যান্ডের ইয়ান স্মিথ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের রিডলি জ্যাকবস ও জশুয়া ডা সিলভা যৌথভাবে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন।

ব্যাট হাতেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন লিটন। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে ১২০ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর পাশাপাশি তাওহীদ হৃদয়ের ১৩৭ রানের ইনিংসে ভর করে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে ৪০০ রান সংগ্রহ করে।

জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৫৫৭ রান সংগ্রহ করে। ফলে ১৫৭ রানের লিড পায় স্বাগতিক দল। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে রায়ান রিকেলটন ১০২ এবং কাগিসো রাবাদা ৭২ রান করেন।

ব্যাটিং ও উইকেটকিপিং—দুই বিভাগেই অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন লিটন দাস। তাঁর



গাছের গুড়ি ফেলে সাত স্হানে সড়ক অবরোধ, মাইকে বাজছে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ

নিজস্ব প্রতিবেদক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া যাওয়ার প্রধান সড়কের অন্তত সাতটি স্থানে গাছের গুঁড়ি ও পুড়িয়ে দেওয়া গাড়ির ধ্বংসাবশেষ ফেলে অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এতে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। অবরোধের কয়েকটি স্থানে মাইকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হচ্ছে।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) সকাল থেকে গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া সড়কের বিভিন্ন স্থানে এ অবরোধের চিত্র দেখা যায়। এর আগে মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। বুধবার দুপুর পর্যন্তও বিভিন্ন স্থানে অবরোধ অব্যাহত ছিল।

স্থানীয় সূত্র ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অবরোধের স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে নীলফা বাজার মোড়, রামচন্দ্রপুর (রওশনপুর), সিঙ্গিপাড়া, মল্লিকের মাঠ, নতুন বাজার, পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড ও চৌরঙ্গী মোড়।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে খালেক বা নীলফা বাজার মোড়ে গিয়ে দেখা যায়, সড়কের ওপর গাছের বড় বড় গুঁড়ি এবং পুড়িয়ে দেওয়া গাড়ির ধ্বংসাবশেষ ফেলে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। একই ধরনের অবরোধ অন্য স্থানগুলোতেও দেখা যায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ অবরোধ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। অবরোধের কারণে সড়কটিতে স্বাভাবিক যান চলাচল বন্ধ বা সীমিত হয়ে পড়ে।

নীলফা বাজার মোড়ে অবস্থান নেওয়া অবরোধকারীদের একজন জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাড়ি ও বাস চলাচলে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে রিকশা ও ইজিবাইক এক পাশ দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে অবরোধ কর্মসূচিকে ঘিরে গোপালগঞ্জ শহরের চৌরঙ্গী এলাকা ও নীলফা বাজার মোড়ে মাইকযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার করা হচ্ছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন স্থানে এ ভাষণ বাজানো হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

অন্যদিকে, অবরোধ চলাকালে গোপালগঞ্জ ও টুঙ্গিপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৃশ্যমান তৎপরতা চোখে পড়েনি বলে ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গাছের গুঁড়ি ও পোড়ানো গাড়ির ধ্বংসাবশেষ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত, পণ্য পরিবহন এবং স্থানীয় যোগাযোগব্যবস্থায় ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনাটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলা ট্রিবিউন, সমকাল ও বিডিনিউজ২৪।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতিসুদ ৯.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখল বাংলাদেশ ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

দেশে মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নীতিসুদ ৯.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকের মুদ্রানীতিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন প্রান্তিকভিত্তিক মুদ্রানীতি ঘোষণা করে। এতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নীতিসুদের পাশাপাশি স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) হার ১১ শতাংশ এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) হার ৭.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়নে, মূল্যস্ফীতির চাপ পুরোপুরি কমেনি। খাদ্য ও জ্বালানির দাম, আন্তর্জাতিক বাজারের অনিশ্চয়তা এবং উৎপাদন ব্যয়ের চাপ অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে ঋণের সুদের হার বেশি থাকায় বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ও ঋণপ্রবাহেও প্রভাব পড়ছে। ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে স্থিতিশীল মুদ্রানীতির পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং খাতে সুশাসন নিশ্চিত করাও জরুরি।

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)।



প্রাণ বাঁচাতে টুঙ্গিপাড়া ছাড়লেন পুলিশ সদস্যরা, হামলায় আতঙ্কে ফিরছেন পুলিশ লাইনে

নিজস্ব প্রতিবেদক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর নতুন করে হামলার আশঙ্কায় থানা ছেড়ে চলে গেছেন দায়িত্বে থাকা অধিকাংশ পুলিশ সদস্য। বুধবার (১৮ নভেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত নিজেদের পোশাক, অস্ত্র, সরকারি সরঞ্জাম ও ব্যক্তিগত মালামাল নিয়ে থানা এলাকা ত্যাগ করতে দেখা যায় তাঁদের। পরে তাঁদের গন্তব্য হিসেবে গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইনস ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের কথা জানা যায়।

বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত টুঙ্গিপাড়া থানা এলাকায় এমন দৃশ্য দেখা যায়। পুলিশ সদস্যদের কেউ ভ্যান, কেউ ইজিবাইকে করে প্রয়োজনীয় মালামাল নিয়ে থানা ছাড়েন। আগের রাতের হামলা ও অগ্নিসংযোগের ক্ষতচিহ্ন তখনো থানার বিভিন্ন স্থানে দৃশ্যমান ছিল।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের একজন উপপরিদর্শক (এসআই) জানান, গত ১৩ নভেম্বর গোপালগঞ্জ থেকে ব্যাটালিয়ন ও রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্সের (আরআরএফ) প্রায় ২০০ সদস্য টুঙ্গিপাড়ায় দায়িত্ব পালনের জন্য এসেছিলেন। তাঁরা উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দায়িত্ব পালন করছিলেন। মঙ্গলবার রাতে থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর পুলিশ সদস্যদের মধ্যে আবারও হামলার আশঙ্কা তৈরি হয়। এ কারণে তাঁদের গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইনস ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

যেভাবে শুরু হয় উত্তেজনা

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় টুঙ্গিপাড়া উপজেলা পরিষদ-সংলগ্ন এলাকা থেকে কার্যক্রম ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

একপর্যায়ে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও তাঁদের সমর্থকেরা থানার সামনে জড়ো হন। পরে তাঁরা থানা ঘেরাও করেন। এ সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিয়ার গ্যাসের শেল, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। তবে একপর্যায়ে হামলাকারীরা থানার ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালায়।

এ সময় থানার ভেতরে থাকা পুলিশের নয়টি গাড়ি ও ১৫টি মোটরসাইকেল আগুনে পুড়ে যায়। থানার বিভিন্ন কক্ষ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সরকারি মালামালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি হাজতখানার দরজা ভেঙে আটক ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ সদস্যরা আত্মরক্ষার্থে নিরাপদ স্থানে সরে যান।

থানার কার্যক্রম নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা

হামলা ও অগ্নিসংযোগের পর থানার অবকাঠামো ও যানবাহনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। বুধবার থানায় দায়িত্ব পালনকারী পুলিশ সদস্যদের অধিকাংশকে আর সেখানে অবস্থান করতে দেখা যায়নি।

এদিকে পুলিশ সদস্যদের থানা ত্যাগের বিষয়ে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাঁরা পালিয়ে যাচ্ছেন না; নিরাপত্তাজনিত কারণে তাঁদের গোপালগঞ্জ পুলিশ লাইনস ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ

একটি থানায় হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং পরবর্তী সময়ে পুলিশ সদস্যদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘটনা স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। থানার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, অভিযোগ গ্রহণ এবং জরুরি পুলিশি সেবা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা, থানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনরুদ্ধারের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা এখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সূত্র: সমকাল, আজকেট পত্রিকা।

শক্তি বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়'আকবান',উপকূলীয় এলাকায় সর্তকতা



নিজস্ব প্রতিবেদক | নোয়াখালী খবর এক্সপ্রেস

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'আকভান'-এর প্রভাবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ কয়েকটি বিভাগে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে আগামী ২০ ও ২১ নভেম্বর ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু এলাকায় মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে কৃষি আবহাওয়া তথ্য সেবা।

১৮ নভেম্বর প্রকাশিত কৃষি আবহাওয়ার পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি ২০ নভেম্বর দুপুর নাগাদ ভারতের অন্ধ্র উপকূল অতিক্রম করতে পারে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তে পারে।

নোয়াখালী জেলার জন্য প্রকাশিত পূর্বাভাসেও ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ০.৮ থেকে ২.৪ মিলিমিটারের মধ্যে থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

এদিকে সম্ভাব্য বৃষ্টিপাতের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের নিম্নাঞ্চলে সাময়িক জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে। এতে কৃষিকাজ, সড়কে চলাচল এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কিছুটা ভোগান্তির আশঙ্কা রয়েছে।

আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে না যাওয়া এবং কৃষকদের আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পরিবর্তিত হতে পারে। তাই সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর